১. পানিপথের **প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব কী?** (ব. বি. ২০১০)

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ: ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসাবে গণ্য হয়। ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দে বাবর সসৈন্যে কাবুল থেকে যাত্রা করে পাঞ্জাবে প্রবেশ করেন। যুদ্ধে দৌলত খাঁ পরাজিত হন। এর পর বাবর দিল্লি অভিমুখে যাত্রা শুরু করলে সুলতান ইব্রাহিম লোদি তাঁকে পানিপথের প্রান্তরে বাধা দেন। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ইব্রাহিম নিহত হন এবং বাবর যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

গুরুত্ব: ভারতের ইতিহাসে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের এই যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ভারতের আদি মধ্যযুগের অবসান ঘটে এবং আধুনিক কালের আবির্ভাবের পূর্ব সূচনা ঘটে।

দিল্লির সুলতানি শাসনের অবসান ও মুঘল সাম্রাজ্যের স্থাপন: ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রান্তরে দিল্লির শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদির সঙ্গে মুঘল বংশীয় কাবুলের অধিকর্তা বাবরের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের ফলে সুলতান ইব্রাহিম লোদি পরাজিত এবং নিহত হন। সুলতানের মৃত্যুর সাথে সাথে দিল্লির সুলতানি শাসনের অবসান ঘটে। প্রায় ৩২০ বছরের স্থায়ী সুলতানি শাসনের অবসান ঘটার ফলে ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে

এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে বাবর জয়লাভ করেন এবং ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার: ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধক্ষেত্রে বাবর প্রথমবার কামান এবং গোলাবারুদের ব্যবহার করেন। কামান ও গোলাবারুদের ব্যবহারের ফলেই বাবর অত্যন্ত অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ইব্রাহিম লোদির সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। যুদ্ধে কামান ও গোলাবারুদের প্রথম ব্যবহরের জন্য ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ বছর হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতের বাইরে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন: কাবুলের অধিপতি বাবর দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করেন। এ দেশে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সঙ্গে আবার মধ্য এশিয়ার যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

প্রথম পানিপথের যুদ্ধ দ্বারা ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। বাবর মারা যাওয়ার আগে মুঘল সাম্রাজ্যকে শক্ত ভিতের উপর স্থাপন করে যেতে পারেননি। বাবরের পুত্র হুমায়ুন ভারতে আফগান শক্তির বিরুদ্ধে বিফল হন। হুমায়ুন পরবর্তী কালে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপন করেন। কিন্তু তখনও মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বের অবসান হয়নি। মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটে পানিপথের ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্রে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব: দিল্লির পতনের পর দিল্লি পুনরুদ্ধার করাই ছিল মুঘলদের প্রধান লক্ষ্য। বৈরাম খাঁর নেতৃত্বে মুঘলবাহিনী দিল্লি উদ্ধারের জন্য এগিয়ে এলে পানিপথের প্রান্তরে হিমু তাদের গতিরোধ করে। এই সময় হিমুর কামানগুলো মুঘলবাহিনী দখল করে নেওয়ার ফলে হিমুর বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে। এর পর তিনি আবার পানিপথের প্রান্তরে মুঘলবাহিনীর সম্মুখীন হন কিন্তু হিমু পরাজয় বরণ করেন। এই যুদ্ধের ফলাফল হিসেবে বলা যায়—

(ক) দিল্লি ও আগ্রা আকবরের দখলে আসে এবং মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি বৃদ্ধি পায়।

(খ) বৈরাম খাঁর শাসনকালে তাঁর বিচক্ষণতার ফলে আকবরের সিংহাসন কণ্টক মুক্ত হয়। কাবুল থেকে জৌনপুর এবং পাঞ্জাব থেকে আজমির পর্যন্ত তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

(গ) দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধের পরবর্তী কালে আফগান শক্তি দিল্লির সিংহাসন লাভের কোনও উদ্যোগ নিতে পারেনি। দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ভারতের কেন্দ্রীয় শক্তি মুঘলদের দখলে চলে আসে। মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে।